২৭

সংস্কৃতায়ণ
(Sanskritisation)

ভারতীয় সামাজিক গঠনে সাংস্কৃতিক গতিশীলতার প্রক্রিয়ার বর্ণনা করার জন্য সংস্কৃতায়ণ ধারণাটির প্রয়োগ করা হয়েছে। দক্ষিণ ভারতের কুর্গ লোকেদের সামাজিক এবং ধর্মীয় জীবনের বিশ্লেষণের জন্য প্রসিদ্ধ ভারতীয় সমাজতাত্ত্বিক অধ্যাপক এম. এন. শ্রীনিবাস এই ধারণাকে সর্বপ্রথম প্রয়োগ করেন। মহীশূরে রামপুরা গ্রামে কুর্গ তফশিলিদের অধ্যয়ন করার সময় তিনি লক্ষ করেন যে নিম্নজাতির লোকেরা ব্রাহ্মণদের কিছু কিছু প্রথা আচার অনুষ্ঠান অনুকরণ করছে এবং নিজেদের কিছু প্রথা যেমন—মাংস খাওয়া, মদ্যপান করা ও পশুবলি দেওয়া ইত্যাদি ত্যাগ করতে শুরু করেছে। এর অন্যতম মূল উদ্দেশ্য ছিল জাতি ক্রমোচ্চতায় নিজেদের মর্যাদা উন্নীত করা। ব্রাহ্মণদের পোশাক পরিচ্ছদ, ভোজন সংক্রান্ত অভ্যাস ও কর্মকাণ্ড ইত্যাদি গ্রহণ করে তারা নিজেদের মর্যাদাকে উচ্চে নিয়ে যাবার চেষ্টা করেছিল। 'গতিশীলতা'র এই প্রক্রিয়ার বর্ণনা করার জন্য প্রথম 'ব্রাহ্মণীকরণ' শব্দটির প্রয়োগ করা হয়। কিন্তু পরে শ্রীনিবাস এর পরিবর্তে সংস্কৃতায়ণ শব্দটি প্রয়োগ করেন।

শ্রীনিবাস 'Religion and Society among the Congress of South India' নামক পুস্তকে সামাজিক গতিশীলতাকে ব্যক্ত করার জন্য এই ধারণাটির প্রয়োগ ঘটান। তাঁকে অনুসরণ করে বলা যায় যে, জাতিব্যবস্থায় প্রত্যেক জাতির মর্যাদা সর্বদা নিশ্চিত করে দেওয়া হত। একটি নিম্নজাতি এক বা দুই প্রজন্মেই নিরামিষাশী হয়ে, মদ্যপান ছেড়ে নিজ কর্মকাণ্ড ইত্যাদির মধ্য দিয়ে জাতি কাঠামোয় নিজেদের মর্যাদাগত অবস্থানের পরিবর্তন ঘটাতে পারত।

এটি ব্রাহ্মণীকরণ অপেক্ষা অধিক বিস্তৃত ধারণা। অধ্যাপক শ্রীনিবাস বুঝেছিলেন যে, যে প্রক্রিয়া মহীশূরের নিম্নজাতিগুলিকে সেই প্রদেশের ব্রাহ্মণদের রীতিনীতি গ্রহণ করতে অনুপ্রাণিত করে। নিম্নজাতিগুলির মধ্যে উচ্চজাতির সাংস্কৃতিক পদ্ধতির অনুকরণ করার একটি সাধারণ অনুকরণ প্রবৃত্তিরই উন্মেষ ঘটায়

সংস্কৃতিকরণের অর্থ

অধ্যাপক শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ণের ব্যাখ্যা করতে গিয়ে লিখেছেন যে, এটি হল এমন প্রক্রিয়া যার দ্বারা কোনও নিম্ন জাতি বা জনজাতি অথবা কোনও অন্যগোষ্ঠী, কোন উচ্চজাতি বা দ্বিজদের প্রথা রীতিনীতি কর্মকাণ্ড, মতাদর্শ এবং জীবনপদ্ধতি অনুযায়ী পরিবর্তন করে।" সাধারণত এই ধরনের পরিবর্তনের মধ্য দিয়ে নিম্ন জাতিগুলো জাতি মর্যাদায় অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটাতে সক্ষম হয়।

অধ্যাপক শ্রীনিবাসকে অনুসরণ করে বলা যায়, সাধারণত সংস্কৃতায়ণের সাথে যুক্ত জাতি, উপরের দিকে গতিশীল হয়। কিন্তু গতিশীলতা সংস্কৃতিকরণ বিনা অথবা গতিশীলতা ছাড়া সংস্কৃতায়ণ অসম্ভব।

ভারতীয় সমাজের গতিশীলতা আলোচনায় এম. এন. শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ণ ধারণার প্রয়োগ করেন। ভারতীয় সমাজের সমালোচনায় প্রায়শই এটা বলা হয় যে এটি হল স্থিতিশীল অপরিবর্তনীয় সমাজ কাঠামোর এক প্রকৃষ্ট উদাহরণ। শ্রীনিবাস এই বক্তব্যের সঙ্গে সহমত পোষণ করতে পারেননি। তিনি এই সংস্কৃতায়ণ ধারণা আলোচনার মধ্য দিয়ে দেখাতে সচেষ্ট হয়েছেন যে, সুদূর অতীতেও ভারতীয় সমাজকাঠামোর মধ্যে পরিবর্তন সংগঠিত হত। সংস্কৃতায়ণ ধারণাটি আলোচনায় কয়েকটি বিষয়ের উল্লেখ বিশেষভাবে প্রয়োজনীয়। প্রথমত, যে নিম্ন জাতিটি সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে জাতিকাঠামোয় নিজের মর্যাদাগত অবস্থান উন্নত করতে চাইছে, সেই জাতিটি প্রচলিত সমাজকাঠামোয় তাদের জাতির মর্যাদাগত অবস্থান সম্পর্কে সন্তুষ্ট নয়। তারা এই প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে উন্নত মর্যাদার দাবি জানাচ্ছে। দ্বিতীয়ত এই দাবি কার্যকর হতে দুই থেকে তিনটি প্রজন্ম লেগে যেতে পারে। দাবি উত্থাপনের মধ্য দিয়েই নিম্ন জাতিগুলি জাতি ক্রমোচ্চতায় উন্নত মর্যাদা লাভ করে না। তৃতীয়ত, শুধুমাত্র দাবি করলেই হবে না। অন্য জাতিগুলিরও এই দাবি মেনে নেবার বিষয়টি রয়েছে।

অধ্যাপক শ্রীনিবাসের মতে সংস্কৃতায়ণের মধ্য দিয়ে জাতিগুলির অবস্থানগত পরিবর্তন ঘটে। এর মধ্য দিয়ে একটি জাতি জাতিকাঠামোর উপরে উঠে যায় এবং অপর আর একটি জাতি তার জায়গায় নেমে আসে। এই পরিবর্তনের ফলে জাতি কাঠামোর কোনও অদলবদল বা পরিবর্তন ঘটে না।

সংস্কৃতিকরণের বৈশিষ্ট্য

1. সংস্কৃতিকরণ প্রক্রিয়ার সম্পর্ক হল নিম্ন হিন্দু জাতি, জনজাতি ও কিছু অন্য গোষ্ঠীর সঙ্গে। হিন্দুজাতি ব্যবস্থার অন্তর্গত সংস্করণ পদ্ধতিতে নিজ গোষ্ঠীর সামাজিক স্থিতিতে ঊর্ধ্বে ওঠানোর জন্য উপরিউক্ত গোষ্ঠীগুলি সংস্কৃতিকরণের সাহায্য নিয়েছে। ভিল, ওঁরাও সাঁওতাল এবং হিমালয়ের পাহাড়ি লোকেদের অন্তর্গত করা হয়, যারা সংস্কৃতায়ণের মাধ্যমে নিজ সামাজিক মর্যাদা ঊর্ধ্বে ওঠানোর জন্য এবং হিন্দু সমাজের অঙ্গ হওয়ার জন্য চেষ্টা করেছে।

2. সংস্কৃতিকরণ হল নিজের থেকে উচ্চ জাতির জীবনপদ্ধতি অনুকরণ করা। ফলে এটা হল অনুকরণ প্রবৃত্তি। তাদের প্রথা, রীতিনীতি, খাওয়া-দাওয়া, বিশ্বাস ও মূল্যবোধকে গ্রহণ করা।

3. সংস্কৃতায়ণের একাধিক মডেল কার্যকর রয়েছে। নিম্নজাতিগুলি এবং কিছু জনজাতিগোষ্ঠী কেবল ব্রাহ্মণদেরই আদর্শ হিসাবে অনুকরণ করেনি, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং স্থানীয় প্রভাবশালী জাতিগুলিকেও অনুকরণ করেছে, তাদের জীবনশৈলী অনুকরণ করেছে। নিম্নজাতিগুলি আদর্শ হিসাবে সেই জাতিদেরই অনুকরণ করে যারা তাদের সবচেয়ে কাছের।

4. সংস্কৃতায়ণ প্রক্রিয়ায় সামাজিকীকরণ এর ধারণাও যুক্ত থাকে। একে অনেকেই অগ্রিম সামাজিকীকরণ বলে মনে করেছেন। অর্থাৎ কোনও নিম্নজাতি গোষ্ঠী এক বা দুই প্রজন্ম কোনও উচ্চজাতির জীবনশৈলী অনুকরণ করে বা সামাজিকীকরণ করে যাতে ভবিষ্যতে সে স্থানীয় সম্প্রদায়ের মতো উচ্চস্থান লাভ করতে পারে। কোনও নিম্নজাতি সহজেই সফলতা লাভ করতে পারে যখন তার রাজনৈতিক ও আর্থিক শক্তি বৃদ্ধি পায়।

5. সংস্কৃতায়নের আর একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল যে এটি হল অবস্থানগত পরিবর্তন, কোনও কাঠামোগত পরিবর্তন নয়। এর তাৎপর্য হল যে এই প্রক্রিয়ায় জাতি কাঠামোর মধ্যে কোনও পরিবর্তন হয় না। এই প্রক্রিয়া সামাজিক গতিশীলতাকে ব্যক্ত করে। এর সাহায্যে কোনও নিম্নজাতি গোষ্ঠীর উচ্চে ওঠার সম্ভাবনা থাকে।

6. এই প্রক্রিয়া সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ব্যক্ত করে। মিস্টার সিংগার এর মতে, 'শ্রীনিবাসের সংস্কৃতায়ণ তত্ত্ব ভারতীয় সভ্যতায় সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের সূচনা করে।' একথার তাৎপর্য হল সংস্কৃতায়ণ কেবল সামাজিক পরিবর্তনের একটি প্রক্রিয়া নয়, সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরও একটি প্রক্রিয়া। এর ফলস্বরূপ ভাষা, সাহিত্য, সঙ্গীত, বিজ্ঞান, দর্শন, ঔষধি ও ধর্মীয় বিধান ইত্যাদি ক্ষেত্রেও পরিবর্তন সংগঠিত হয়।

7. এই প্রক্রিয়ার সম্পর্ক কোনও ব্যক্তি বা পরিবারের সঙ্গে না হয়ে গোষ্ঠীর সঙ্গে হয়। এই প্রক্রিয়ার মাধ্যমে কোনও জাতির বা জনজাতির গোষ্ঠী নিজের মর্যাদাকে উঁচুতে ওঠানোর চেষ্টা করে। যদি কোনও ব্যক্তি বা পরিবার এমন করে তাহলে তাকে অন্যান্য জাতি, এমনকী নিজের জাতির ক্রোধের শিকার হতে হয়।

সংস্কৃতিকরণের আদর্শ বা মডেল

অধ্যাপক শ্রীনিবাস প্রথমদিকে সংস্কৃতায়ণ ধারণায় ব্রাহ্মণ আদর্শের ওপর প্রয়োজনের অধিক জোর দিয়েছিলেন। বাস্তবে ব্রাহ্মণ নয় একাধিক মডেল সংস্কৃতায়ণের ক্ষেত্রে কার্যকর হয়েছে। অনেকেই রাজপুত ক্ষত্রিয় মডেলের কথা বলেন। অনেকের মতে যেখানে মোগলরা সংখ্যায় অধিক সেখানে মোগল মডেল কার্যকর রয়েছে।

সিংগারের মতে এর আদর্শ কম করে অন্তত তিনটি। প্রথম তিন বর্ণের লোকেদের দ্বিজ বলা হয়, কারণ এদের উপনয়ন হয় এবং বৈদিক ক্রিয়াকলাপে অংশগ্রহণ করতে পারে। শ্রীনিবাস অনুসারে, 'দ্বিজ' বর্ণগুলির মধ্যে ব্রাহ্মণ এই সংস্কারগুলি সম্পন্ন করার অধিকারী এবং এই কারণে অন্যান্যদের চেয়ে ব্রাহ্মণকেই সংস্কৃতায়ণের উত্তম আদর্শ বা মডেল হিসাবে মনে করা যেতে পারে। কিন্তু একথা ভুলে যাওয়া উচিত হবে না যে ব্রাহ্মণ বর্ণের মধ্যেও অনেক বিভিন্নতা দেখতে পাওয়া যায়।

ব্রাহ্মণ ছাড়া ক্ষত্রিয় এবং বৈশ্যবর্ণকেও আদর্শ হিসাবে বিবেচনা করা হয়।

সংস্কৃতায়ণের মুখ্য উৎস এবং উপাদান

1. জাতিব্যবস্থায় কেবল বিভিন্ন জাতিগুলিকেই একে অপরের থেকে উচ্চ বা নিম্ন মনে করা হয় না বরং পেশা, খাদ্য, বস্ত্র, অলঙ্কার ইত্যাদির মাধ্যমেও উচ্চ-নীচের ভেদাভেদ করা হয়। স্তরবিন্যাস ব্যবস্থায় সেই জাতিগুলিকে উঁচু বলে মনে করা হয় যারা নিরামিষাশী, মদ্যপান করে না, পশুবলি দেয় না এবং অপবিত্র বস্তুগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়। সুতরাং নিজের মর্যাদাগত অবস্থান উন্নত করতে ইচ্ছুক জাতি নিজের থেকে উচ্চ জাতি অর্থাৎ ব্রাহ্মণ জীবন পদ্ধতিকে অনুকরণ করে। অধ্যাপক শ্রীনিবাস বলেছেন যে নিম্নজাতিগুলির মধ্যে সংস্কৃতায়ণের প্রসারে দুটি শব্দ 'দ্বীকৃত', 'বৈধমান্যতা'য় সাহায্য করেছে।

2. পরম্পরাগত জাতি-ব্যবস্থায় গোষ্ঠীগুলি কমবেশি পরিবর্তিত হত। কারণ জাতি কাঠামোয় মধ্যজাতিগুলির অবস্থান সুনির্দিষ্ট ও সুস্পষ্ট ছিল না। অচ্ছুত জাতিগুলির মধ্যে গতিশীলতা দেখতে পাওয়া যেত। ইংরেজ শাসনকালে অর্থ উপার্জনের সুযোগ বৃদ্ধির ফলে এই গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়। এই সময় নিম্নজাতির লোকেরা অর্থ উপার্জনের সুযোগ লাভ করে। আর্থিক সচ্ছলতা তাদের জাতিগত অবস্থান পরিবর্তনে আগ্রহী করে এবং তারা তা লাভ করতে সক্ষম হয়।

3. যোগাযোগ মাধ্যমের বিকাশ সংস্কৃতায়ণকে দেশের বিভিন্ন অংশে পৌঁছে দিয়েছে। সাক্ষরতার প্রসার সংস্কৃতায়ণকে ওই গোষ্ঠী পর্যন্ত পৌঁছে দিয়েছে যা জাতীয় স্তর প্রণালীর অনেকের নীচে ছিল।

সংস্কৃতিকরণের ধারণা: একটি আলোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

সংস্কৃতিকরণ ধারণায় বেশ কিছু ত্রুটিও রয়েছে:

(১) অধ্যাপক শ্রীনিবাস স্বয়ং স্বীকার করেছেন যে এটি একটি জটিল ও বৈষম্যমূলক ধারণা। একে একটি ধারণা হিসাবে না মেনে অনেক ধারণার সমন্বয় বলে মনে করাই বেশি লাভপ্রদ। এখানে একটি কথা মনে রাখা প্রয়োজন যে ব্যাপক সামাজিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়ার জন্য এটি কেবল একটি নাম এবং আমাদের মুখ্য কার্য হল এই প্রক্রিয়াগুলির প্রকৃতিকে বোঝবার চেষ্টা করা।

(২) যে সকল 'ধারণা' অতীব স্পষ্ট, সুনিশ্চিত ও যুক্তিসংগত— সেগুলিই তথ্যের বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্ত নির্মাণে সহায়ক হতে পারে। যদিও সংস্কৃতায়ণ ধারণায় এই ধরনের বৈশিষ্ট্য কম। অধ্যাপক শ্রীনিবাস স্বয়ং লিখেছেন যে "এতে কোনও সন্দেহ নেই যে সংস্কৃতায়ণ একটি অব্যবস্থিত শব্দ"। ভারতীয় সমাজ বিশ্লেষণে "এর উপযোগিতা এই ধারণার জটিলতা এবং ঢিলেমির কারণে সীমিত। এটি একটি অতি জটিল তত্ত্বমূলক ধারণা।

(৩) অধ্যাপক শ্রীনিবাস সংস্কৃতায়ণ ধারণা সম্পর্কে কিছু পরস্পরবিরোধী কথা বলেছেন। তিনি লিখেছেন, "কোনও গোষ্ঠীর আর্থিক উন্নয়ন ছাড়াও সংস্কৃতায়ণ হতে পারে।" আবার অন্য জায়গায় তিনি লিখেছেন "আর্থিক উন্নয়ন, রাজনৈতিক শক্তির বিকাশ, শিক্ষা, নেতৃত্ব ও স্তর প্রণালীর ওপরে ওঠার ইচ্ছা ইত্যাদি এর উপযুক্ত উপাদান।" তিনি অন্যত্র লিখেছেন, "সংস্কৃতায়ণের ফলে কোনও গোষ্ঠী নিজে নিজেই উচ্চমর্যাদা লাভ করতে পারে না।" "জাতিগুলির নিরন্তর সংস্কৃতায়ণের ফলে সময়ান্তরে সম্পূর্ণ হিন্দু সমাজে সাংস্কৃতিক ও গঠনগত পরিবর্তন হবে। কোনও অচ্ছুত গোষ্ঠীর যতখুশি সংস্কৃতায়ণ হোক না কেন, সে অস্পৃশ্যতার বাধাকে পার হতে অসমর্থ হবে।" উপরিউক্ত বক্তব্য থেকে স্পষ্ট যে, সংস্কৃতায়ণের ধারণায় অনেক অসঙ্গতি আছে।

উপরিউক্ত বিবরণ থেকে স্পষ্ট যে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের প্রক্রিয়ার বর্ণনা করার জন্য এটি খুব উপযুক্ত ধারণা নয়। সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়া বর্ণনা করার জন্য যে সকল উপকরণ প্রয়োগ করা হয়েছে, তাতে অনেকেই খুশি নন।

২৮

পশ্চিমিকরণ
(Westernization)

ভারতীয় সমাজে 'সংস্কৃতায়ণ' ও 'পশ্চিমিকরণ'-এর ধারণার মধ্য দিয়ে ভারতীয় সমাজের পরিবর্তনের প্রক্রিয়াকে ব্যক্ত করা হয়েছে। সংস্কৃতায়ণ যেখানে জাতি-ব্যবস্থার অন্তর্গত আকাঙ্ক্ষিত সাংস্কৃতিক গতিশীলতাকে ব্যক্ত করে, সেখানে পশ্চিমিকরণের ধারণা সেই পরিবর্তনগুলির সঙ্গে পরিচিতি ঘটায় যা পশ্চিমে বিশেষত গ্রেট ব্রিটেনের সাংস্কৃতিক সম্পর্কের মধ্য দিয়ে সংগঠিত হয়েছে।

পশ্চিমিকরণের অর্থ

ভারতে উনবিংশ এবং বিংশ শতকে ইংরেজ শাসনকালে পশ্চিমিকরণ শব্দের প্রয়োগ ঘটেছে। পশ্চিমিকরণে ভারতীয় সমাজ এবং সংস্কৃতিতে একশো পঞ্চাশ বছরের অধিক সময়ের পরিবর্তনও অন্তর্গত রয়েছে যা ইংরেজ শাসনকালে ঘটেছে। এই শব্দের বিভিন্ন স্তরগুলি হল— প্রযুক্তি, চিন্তাধারা, মূল্যবোধের পরিবর্তন। 'ভারতে পশ্চিমিকরণ ধারণার অন্তর্গত হল সকল সাংস্কৃতিক পরিবর্তন এবং সংস্থাগত নবীনতা যা এই দেশে প্রধানত ব্রিটেনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সম্পর্কের কারণেই এসেছে।'

পশ্চিমিকরণের সম্পর্ক বিভিন্ন ধরনের পরিবর্তনের সঙ্গে, যেমন— বস্ত্র, ভোজন, খাওয়ার অভ্যাস, জীবনপদ্ধতি ইত্যাদি। মানবতাবাদ ও যুক্তির ওপর জোর দেওয়া পশ্চিমিকরণের একটি অঙ্গ যা ভারতে সংস্থাগত ও সামাজিক সংস্কারের কাজ শুরু করে দিয়েছে। বৈজ্ঞানিক, প্রযুক্তি ও শিক্ষণ সংস্থাগুলির স্থাপন, রাষ্ট্রীয়তার উদয়, দেশে নতুন রাজনৈতিক সংস্কৃতি ও নেতৃত্ব সব পশ্চিমিকরণের উপ-উৎপাদন বা গৌণ-উৎপাদন। স্পষ্টভাবে বলা যায় যে, পশ্চিমিকরণের প্রক্রিয়া ভারতে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করতে এবং তার্কিক পদ্ধতিতে বিচার করতে লোকেদের প্রেরণা জোগায়।

পশ্চিমিকরণের ফলে ভারতে কিছু নতুন সংস্থা যেমন— সমাচারপত্র, নির্বাচন, খ্রিস্টান মিশনারি ইত্যাদির প্রাধান্য শুরু হয় এবং প্রাচীন সংস্থাগুলিরও মৌলিক পরিবর্তন শুরু হয়। ইংরেজগণ ভারতে আসার আগে পরম্পরাগত পাঠশালাগুলিতে কেবল উচ্চজাতির বালকেরাই শিক্ষালাভ করত। কিন্তু ইংরেজদের দ্বারা স্থাপিত স্কুলগুলির দ্বার সব জাতির লোকেদের জন্য খুলে দেওয়া হয়। পশ্চিমিকরণের প্রভাব সবচেয়ে প্রথম শিক্ষার ওপর পড়ে। পশ্চিমিকরণের প্রভাব সবচেয়ে প্রথম অভিজাত শ্রেণি উচ্চজাতি এবং উন্নত আর্থিক অবস্থার লোকেদের উপর পড়েছিল। এরা ইংরেজি স্কুলে এমন সব বিষয় পড়তে শুরু করে যার সঙ্গে ধর্মের কোনও সম্পর্ক ছিল না। এমনকী তাদের শিক্ষার মাধ্যম সংস্কৃত বা হিন্দি না হয়ে ইংরেজি ছিল। ব্রাহ্মণ ও উচ্চজাতির লোকেরা যাদের প্রথম থেকেই পড়া ও পড়ানোর পরম্পরা ছিল, তারা নতুন

ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে শিক্ষা লাভ গ্রহণ করতে আরম্ভ করেছিল। ইংরেজি শিক্ষালাভ করে লোকেরা সরকারি চাকুরি, ব্যাঙ্ক ও অন্যান্য কাজে নিযুক্ত হতে শুরু করেছিল। পশ্চিমি শিক্ষার ফলে লোকেদের দৃষ্টিভঙ্গিতে একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আসে। ইংরেজি সাহিত্য, ইতিহাস ও রাজনৈতিক সংস্থাগুলির অধ্যয়ন আমাদের মধ্যে মানবতাবাদী দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটাতে সাহায্য করে। এখানে বলা যেতে পারে যে পশ্চিমিকরণ সমতাবাদী এবং আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশে সাহায্য করেছে। পশ্চিমিশিক্ষা বিভিন্ন সমস্যার প্রতি তার্কিক দৃষ্টিভঙ্গির প্রয়োগের জন্য লোকেদের আগ্রহী করে।

পশ্চিমিকরণ লোকেদের জীবন পদ্ধতির ওপরও গভীর প্রভাব ফেলে। পশ্চিমিকৃত ভারতীয়রা কেবল ইংরেজি ভাষা নয়, তাদের জীবনচর্চার পদ্ধতিকেও গ্রহণ করে। বর্তমানে কোনও কোনও ভারতীয় যেমন তাদের খাদ্যাভ্যাসের পরিবর্তন শুরু করেছে, তেমনই সিগারেট ও চুরুটের ব্যবহারও করছে। এদের পোশাক পরিচ্ছেদেও পরিবর্তন ঘটেছে। বর্তমানে তারা কোট-প্যান্ট, টাই, টুপি ইত্যাদি ব্যবহার করতে শুরু করেছে, ইংরেজদের মতো চুল কাটতেও শুরু করেছে। শুধু তাই নয়, টেবিল-চেয়ারে বসে তারা খেতে শুরু করেছে। যেসব ভারতীয় ইংরেজদের মদ-মাংস খাওয়াকে পছন্দ করত না, তারাও শিক্ষালাভ করে নিজেদের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন করে ইংরেজ হওয়ার চেষ্টা শুরু করে। ইংরেজ হওয়ার ইচ্ছায় উচ্চজাতির সেই লোকেরা পিছিয়ে পড়ে যারা সাধারণত ধর্মীয় কার্য সম্পাদন বা পুরোহিতের কাজে লেগেছিল।

পশ্চিমিকরণে value preferences-ও যুক্ত থাকে। এটি এমন এক মূল্যবোধ যেখানে অন্যান্য নানা মূল্যবোধ যুক্ত হয়ে রয়েছে।

উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম পঞ্চাশ বছরের মধ্যে ভারতে ইংরেজগণ যে সব সংস্কার করেছিল, সেগুলি মানবতাবাদের অন্তর্গত। আইনের চোখে সবকিছু সমান বলে মনে করা হয়েছে এবং যে কিছু বৈষম্য সেগুলি হিন্দু ও মুসলিম আইনের অঙ্গ ছিল, তা দূর করে দেওয়া হয়েছে। সমতার ভিত্তিতেই দাসত্বকে দূর করা হয়েছে এবং নতুন স্কুল ও কলেজ সকল জাতি-প্রজাতি ও ধর্মের লোকেদের জন্য খুলে দেওয়া হয়েছে। মানবতাবাদের কারণে এমন অনেক প্রশাসনিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে যার দ্বারা আকাল ও মহামারীর নিয়ন্ত্রণ করা এবং স্কুল, হাসপাতাল ও অনাথাশ্রম খোলা সম্ভব হয়েছে।

পশ্চিমিকরণ প্রক্রিয়ার একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল পরম্পরাগত অভিজাত শ্রেণির দ্বারা এটি গ্রহণ। ফলে প্রাচীন এবং নবীন অভিজাত গোষ্ঠীর মধ্যে ধারাবাহিকতা বজায় থাকে। কিন্তু অভিজাত শ্রেণির সঙ্গে জনসাধারণের দূরত্ব অনেক বেড়ে যায়। এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে ভারতে পশ্চিমিকরণের স্বরূপ এবং গতি একক্ষেত্র থেকে অন্য ক্ষেত্রে এবং জনসংখ্যার একভাগ থেকে অন্যভাগে ভিন্নরকমের।

শ্রীনিবাসের পশ্চিমিকরণের ধারণার মধ্যে রয়েছে—

(১) ব্যবহার সংক্রান্ত পক্ষ, যেমন— খাওয়া-দাওয়া, পোশাক-পরিচ্ছদ, নৃত্য ইত্যাদি।

(২) জ্ঞান সংক্রান্ত পক্ষ, যেমন— সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদি।

(৩) মূল্যবোধ সংক্রান্ত পক্ষ, যেমন— মানবতাবাদ, সাম্যবাদ ও ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ইত্যাদি।

পশ্চিমিকরণ এবং সংস্কৃতায়ণ দুটি প্রক্রিয়া একসাথে কিছু সময় পর্যন্ত চলে। পশ্চিমিকরণ সংস্কৃতায়ণের প্রক্রিয়াকে আরও তীব্র করে দেয়। উদাহরণ হিসাবে ডাক ব্যবস্থা, রেল, বাস, সংবাদপত্র ইত্যাদি ভারতের যেগুলি ছিল পশ্চিমি প্রভাবের ফলস্বরূপ, তা সংগঠিত ধর্মীয়

ক্রিয়াকলাপ, সভাসমিতি, জাতীয় দৃঢ়তা ইত্যাদিকে আগের তুলনায় অনেক বেশি সংগঠিত করে তুলেছে

ভারতে পশ্চিমিকরণ

ভারতে ইংরেজি রাজত্ব স্থাপনের পরে বহু রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত শক্তি কাজ করতে শুরু করেছে। এই শক্তিগুলি দেশের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের অনেক রূপকে প্রভাবিত করেছে। এখানে পশ্চিমিকরণ প্রক্রিয়া কাজ করতে শুরু করেছে। ইংরেজদের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক শক্তি ছিল ভিত্তি, নতুন প্রযুক্তি, বৈজ্ঞানিক জ্ঞান এবং সাহিত্য। এই সবের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে উচ্চজাতির লোকেরা ইংরেজদের অনুকরণ করতে শুরু করে। ইংরেজদের হাতে অধিকার ছিল, শক্তি ছিল, জ্ঞান এবং বিজ্ঞানের ভাণ্ডার ছিল। ইংরেজগণ জাতীয়স্তর প্রণালির উপরে উঠে যায় এবং ব্রাহ্মণগণের স্থান হয় দ্বিতীয় শ্রেণিতে। যেখানে নিম্নজাতিগুলি নিজেদের সামাজিক মর্যাদা উঁচুতে উঠানোর জন্য উচ্চজাতি এবং ব্রাহ্মণদের জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করতে শুরু করেছিল সেখানে ব্রাহ্মণগণ এবং কিছু উচ্চজাতির লোকেরা ইংরেজদের জীবনপদ্ধতি গ্রহণ করতে তৎপর ছিল। এইভাবে দেশে পশ্চিমিকরণ শুরু হয়। লোকেরা এইভাবে বুঝতে পেরেছিল ইংরেজি শিক্ষালাভ করার পরেই তারা ইংরেজ শাসনের সুযোগ গ্রহণে সক্ষম হবে। শুধু ইংরেজি শিক্ষা নয়, তারা ইংরেজিয়ানাকেও গ্রহণ করে। ফলে লোকেদের জীবনপদ্ধতি, পোশাক-পরিচ্ছদ, খাওয়া-দাওয়া অর্থাৎ প্রায় সমগ্র জীবন পদ্ধতি পরিবর্তিত হয়। পশ্চিমিকরণের ফলে যুক্তি সংগত দৃষ্টিভঙ্গির বিকাশ ঘটে, জ্ঞান-বিজ্ঞান এবং নতুন নতুন প্রযুক্তির প্রসার হয়।

ড. শ্রীনিবাস মহীশূর রাজ্যের উদাহরণ দিয়ে বলেছেন, আগে সেখানে পশ্চিমিকরণের দৌড়ে ব্রাহ্মণ ছিল সবার আগে। কারণ তাদের হাতে সাহিত্যিক পরম্পরা ছিল এবং অনেক গ্রামীণ অর্থনৈতিক স্তরব্যবস্থায় জমিদার হিসাবে সবচেয়ে ওপরে ছিল। তারা ছিল প্রথম ব্যক্তি যারা বুঝতে পেরেছিল ইংরেজ শাসন স্থাপিত হলে নতুন সুযোগ-সুবিধা পাওয়া যাবে। তাই তারা গ্রাম ছেড়ে ব্যাঙ্গালোর ও মহীশূরে চলে আসে যাতে ইংরেজি শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করতে পারে। নতুন রাষ্ট্র ব্যবস্থায় চাকরি পেতে ইংরেজি শিক্ষা অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ছিল।

পশ্চিমিকরণের ফলে ব্রাহ্মণগণ ইংরেজ ও এখানকার লোকেদের মধ্যে মধ্যস্থতা করার সুযোগ পায়। ফলে একটি নতুন আঞ্চলিক জাতিব্যবস্থা পরম্পরাগত ব্যবস্থার ওপর আধিপত্য স্থাপন করে যার সবচেয়ে ওপরে ছিল ইংরেজ, দ্বিতীয়স্তরে ব্রাহ্মণ। আর বাকিরা নিম্নতম স্তরে। স্তরবিভাজনের এই নতুন প্রণালিতে ব্রাহ্মণ রা ইংরেজদের অনুকরণ করেছিল এবং বাকিরা উভয়কেই অনুকরণ করেছিল। কিন্তু এখানে ব্রাহ্মণদের একটি কঠিন পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হয়েছিল, কারণ—ইংরেজদের কিছু মূল্যবোধ এবং প্রথা ব্রাহ্মণদের মূল্যবোধও জীবনপদ্ধতির বিপরীত ছিল। পশ্চিমিকরণ ব্রাহ্মণদের মাধ্যমে অন্য লোকেদের কাছে পৌঁছায়। মহীশূরে পশ্চিমিকরণ ব্রাহ্মণদের জীবনে অনেক পরিবর্তন আনে। তাদের পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তন হয়। লোকেরা ইংরেজদের মতো চুল কাটা, পশ্চিমিধরনের পোশাক ও জুতো পরতে শুরু করে। পোশাক-পরিচ্ছদের পরিবর্তনের সঙ্গে সংস্কারমূলক চিন্তাধারা ধীরে ধীরে দুর্বল হতে শুরু করে। ব্রাহ্মণরা আগে যেসব জিনিস খেত না যেমন— পেঁয়াজ, মুলো, গাজর,

বিট— সেগুলি তারা ব্যবহার করতে শুরু করে। ব্রাহ্মণগণ বহু নতুন পেশা গ্রহণ করে। এবং ভৌগোলিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে গতিশীলতা বৃদ্ধি পায়।

শ্রীনিবাস বলেছেন যে, প্রথমে মহীশূরের কিছু ব্রাহ্মণ গোষ্ঠী কন্যাপণ প্রথা চালু করেন। আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এবং ভালো চাকুরিতে নিযুক্ত শিক্ষিত ছেলেরা নিজেদের চাহিদার কারণে পণপ্রথা চালু করে। মেয়েদের বিবাহের সময়সীমা বৃদ্ধি পায়। প্রথমে ব্রাহ্মণগণ যৌবন শুরুর পূর্বেই কন্যাদের বিবাহ দিত। কিন্তু বাল্যবিবাহ বন্ধ হয়ে যায়। মহীশূরের ক্ষেত্রীয় অধ্যয়নের ওপর ভিত্তি করে বলা যায়, ব্রাহ্মণগণ যখন পশ্চিমিকৃত হতে ব্যস্ত, তখন অন্য জাতিগুলি সংস্কৃতিকৃত হতে শুরু করেছে। স্তর প্রণালির নিম্নে থাকা জাতিগুলি সেই প্রথাগুলিকেই গ্রহণ করেছিল, যেগুলি ব্রাহ্মণগণ ছেড়ে দিয়েছিল। স্বাধীনতালাভের পরে নিম্নস্তরের জাতিগুলি ইংরেজি শিক্ষায় শিক্ষিত হয়ে নিজেকে পশ্চিমিকৃত করে তুলছে অথবা আধুনিকীকরণের মাধ্যমে সোজা পশ্চিমিকরণের দিকে এগিয়ে চলেছে। শ্রীনিবাসের মতে এর জন্য সংস্কৃতিকরণের প্রয়োজন নেই।

এখানে মনে রাখা প্রয়োজন যে আচার ব্যবহারের সঙ্গে সম্পর্কিত ক্ষেত্রে পশ্চিমিকরণ হয় না। ভারতে বিজয়াদশমী উৎসব পালনে অনেকদিনের পুরোনো জিনিসপত্রকে পরিষ্কার সিঁদুর লাগানো হয় এবং তাতে ধূপ ফুল দেওয়া হয়— যা নগর ও গ্রাম উভয়ক্ষেত্রে দেখা যায়। শ্রীনিবাস স্বয়ং বলেছেন ফুলের মালাগুলি দিয়ে সাজানো হয় বিভিন্ন যন্ত্রাংশকে। পশ্চিমি প্রযুক্তির ব্যবহারের তাৎপর্য হল যে, ব্যবহারকারী তর্কপদ্ধতি ও বৈজ্ঞানিক বিশ্ব দৃষ্টি স্বীকার করে নিয়েছে। উপরিউক্ত আলোচনা থেকে একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তে আসা যায়, তা হল ভারতে পরম্পরা, আধুনিকতা একসাথে চলে। এর সাথে এটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে যে পশ্চিমিকরণের ফলে আচার ব্যবহারেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে পরিবর্তন আসতে পারে, তবে তার সঙ্গে সম্পর্কিত অন্য ক্ষেত্রেও যে পরিবর্তন আসবে— এমন নয়।

এখানে একথা উল্লেখ করা প্রয়োজন যে পশ্চিমিকরণের প্রক্রিয়ায় প্রধানত ওই ব্যক্তিরাই অংশ নেয়, যারা নতুন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে শিক্ষালাভ করে ব্যবসায়, উচ্চ চাকুরিতে যুক্ত হয়ে গেছিল। যাতায়াত ও যোগাযোগের মাধ্যমের বিকাশ, শিল্পায়ন ও কৃষিক্ষেত্রের বিকাশ সামাজিক গতিশীলতার বৃদ্ধি পশ্চিমিকরণের প্রক্রিয়াকে তীব্র ও রাষ্ট্রব্যাপী করে দিয়েছে। বড় বড় নগরগুলিতে এবং সমুদ্রের উপকূলে বসবাসকারী লোকেদের পশ্চিমিকরণ সবচেয়ে আগে হয়। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় বোম্বে, কলকাতা, মাদ্রাজের অধিবাসীদের পশ্চিমিকরণ সবচেয়ে আগে হয়েছে। সাধারণত নগরের লোকেরা গ্রামের লোকেদের চেয়ে বেশি প্রভাবিত হয়।

নগরায়ন প্রক্রিয়াকে গ্রামীণক্ষেত্রে দেখে হেরোল্ড গোল্ড বলেছেন যে, উত্তরপ্রদেশে ব্রাহ্মণ এবং রাজপুতের মতো উঁচু জাতিগুলিরই পশ্চিমিকরণ হয়ে চলেছে, যাতে নগরায়নও শামিল আছে। নিম্ন জাতিগুলির আধুনিক জগতে প্রবেশের কোনও মাধ্যমও নেই এবং প্রেরণাও নেই। তারা গরিব, অশিক্ষিত এবং নগরগুলিতে তাদের কোনও আত্মীয়স্বজন নেই। এইসব কারণ তাদের মধ্যে গতিশীলতায় বাধা সৃষ্টি করে।

অধ্যাপক শ্রীনিবাস ভারতে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে ব্রাহ্মণগোষ্ঠী, উত্তর ভারতে কায়স্থ, বাংলার বৈদ্য, পশ্চিমভারতে পারসি, উত্তরপ্রদেশ তথা পশ্চিম ভারতে কিছু মুসলমান গোষ্ঠী এবং কেরলে নায়ার শ্রেণি পশ্চিমি শিক্ষা লাভ করে। অনেক জাতির লোকজন সরকারি চাকরিকে পেশা হিসাবে গ্রহণ করতে শুরু করেন। এই জাতিগুলির সঙ্গে সম্পর্কিত লোকেদের পশ্চিমিকরণ সবচেয়ে প্রথমে হয়েছে।

ভারতীয় মুসলমান সম্পর্কে শ্রীনিবাস বলেছেন যে রাজনৈতিক দৃষ্টিতে শক্তিশালী মুসলমানদের একটি ছোট গোষ্ঠী ইংরেজদের ভারতে আসার আগে অভিজাত শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ অংশ ছিল। কিন্তু বেশিরভাগ মুসলমান যারা ধর্ম পরিবর্তনের মাধ্যমে মুসলমান হয়েছিল, তারা গরিব ছিল এবং স্তর প্রণালিতে সবচেয়ে নীচে ছিল। মুসলিম অভিজাত শ্রেণির ক্ষমতা চলে যাওয়ায় তারা ইংরেজ বিরোধী হয় এবং পশ্চিমিকরণের তীব্র বিরোধিতা করে। পরে অনেক মুসলমান নিজেদের ভুল বুঝতে পারেন এবং পশ্চিমিকরণ প্রক্রিয়ার সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিচার করলে আমরা দেখতে পাই যে, পশ্চিমি প্রভাবের কারণে উনবিংশ শতকের সাত দশক পর্যন্ত ভারতে এমন সব নেতার আবির্ভাব হয়, যারা নতুন ও আধুনিক ভারতের প্রবক্তা ছিলেন। বিবেকানন্দ, গোখলে, তিলক, পটেল, গান্ধী, জওহরলাল নেহরু প্রমুখেরা—প্রথমে সামাজিক সংস্কার আন্দোলনের ওপর জোর এবং স্বাধীনতা আন্দোলনের দিকে মনোযোগ দেন। সেই সময়ের সামাজিক কুরীতিগুলি যেমন বাল্যবিবাহ, সতীপ্রথা, বিধবা বিবাহের বিরোধ, মেয়েদের পৃথক রাখা, স্ত্রী শিক্ষার বিরোধিতা ইত্যাদির প্রতি তাদের সজাগ দৃষ্টি ছিল। সমাজ সংস্কারের প্রক্রিয়ার মাধ্যমে অভিজাত শ্রেণি অনুভব করে যে ভারতে আধুনিকীকরণের দিকে নিয়ে যাবার জন্য রাজনৈতিক শক্তির প্রয়োজন। পরবর্তী পর্যায়ে ভারতে রেলপথ নির্মাণ, ছাপাখানার বিকাশ, শিক্ষার প্রসার জাতীয়তাবোধ জাগ্রত করতে সাহায্য করে। এইভাবে পশ্চিমিকরণ কেবল অভিজাত শ্রেণির উদ্ভবেই নয়, হিন্দু সমাজকে কুরীতি থেকে মুক্ত করতে, রাষ্ট্রীয় ঐক্যের ভাব জাগ্রত করতে এবং স্বাধীনতা লাভের জন্য আন্দোলন করতেও সাহায্য করে।

ভারতীয় সমাজের ওপর পশ্চিমিকরণের প্রভাব

ভারতীয় সামাজিক সংস্থার ওপর পশ্চিমিকরণের প্রভাব রয়েছে। এই প্রভাব যৌথ পরিবার প্রণালি, হিন্দু বিবাহ ও জাতি ব্যবস্থার ওপর দেখতে পাওয়া যায়। পশ্চিমিকরণ ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যকে উৎসাহ দেয়, তাই ব্যক্তি গোষ্ঠীর মঙ্গলের কথা চিন্তা না করে ব্যক্তিগত মঙ্গলের কথাই চিন্তা করে। এই কারণে যৌথ পরিবার কাঠামোয় পরিবর্তন হচ্ছে। এই পশ্চিমিকরণের প্রভাবেই শিক্ষিত যুবক-যুবতীরা বিবাহকে জন্মজন্মান্তরের বন্ধন বলে মনে না করে একটি চুক্তি বলে মনে করে। আজকাল শিক্ষিত নারীরা অর্থনৈতিক স্বয়ম্ভরতা হেতু বিবাহ বিচ্ছেদ করতে দ্বিধাবোধ করেন না। পতিপত্নীর সম্পর্ক এখন সমতার ওপর প্রতিষ্ঠিত। আজকাল বিভিন্ন জাতির সদস্য একসাথে কাজ করার সুযোগের ফলে জাতিগত দূরত্ব অনেক কমে গেছে। এর ফলে জাতি ব্যবস্থার ত্রুটি সম্পর্কেও লোকেরা অবগত হচ্ছেন। জাতিগত ভেদাভেদকে অনেকে এখন খারাপ বলে মনে করেন। এখন স্তর বিভাজনের নতুন ভিত্তি হিসাবে শ্রেণির গুরুত্ব বৃদ্ধি পেতে শুরু করেছে।

এর প্রভাব নগরেই যে সীমিত তা নয়, আজ গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও এর প্রভাবে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। ড. দুবের মতে পশ্চিমিকরণের ফলে গ্রামে ব্যক্তির সামাজিক অবস্থান যোগ্যতানির্ভর হয়ে যাচ্ছে। এই প্রক্রিয়া গ্রামীণ ক্ষেত্রে জাতি বিভাজনকে ধ্বংস করতে সাহায্য করেছে। গ্রামীণ সম্প্রদায়ের মধ্যেও ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যের প্রভাব স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। সেখানে উচ্চজাতির লোকেদের জীবন পদ্ধতিও পশ্চিমিকরণ দ্বারা প্রভাবিত। এর প্রভাবে ভারতীয়

গ্রামীণ সমাজে পরিবারের গুরুত্ব কমে আসছে এবং ভারতে নগরায়ন এবং শিল্পায়নের প্রক্রিয়া জন্ম নিচ্ছে। এগুলির প্রভাব ভারতের গ্রামগুলির ওপরও পড়েছে। সাম্প্রদায়িক চিন্তাভাবনা সেখানে শিথিল হয়ে যাচ্ছে। ভারতের মতো দেশগুলিতে এমন গোষ্ঠীও দেখতে পাওয়া যাবে যাদের জীবনশৈলী নগরীয় গোষ্ঠী অপেক্ষা অধিক পশ্চিমিকৃত হয়েছে। এর ফলে ভারতীয় গ্রামগুলিতে সংবাদপত্র, রেডিও, নির্বাচন ইত্যাদির প্রচলন হয়েছে। ভারতে ইংরেজি আইন চালু হবার ফলে যেসব বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটেছে, ভারতের গ্রামগুলিও তার বাইরে থাকতে পারেনি। একথা অবশ্য বলা যেতে পারে যে, গ্রামগুলিতে শিক্ষার অভাব, দারিদ্র্য ও প্রয়োজনীয় প্রেরণার অভাব পরিবর্তনের গতিকে মন্থর করে দিয়েছে। যদিও স্বাধীনতালাভের পরে এতে তীব্রতা এসেছে।

এক্ষেত্রে সংক্ষেপে বলা যায় যে, অন্যান্য দেশের সঙ্গে পশ্চিমি দেশের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্পর্ক থাকার ফলে যে পরিবর্তন ঘটে তাকে আধুনিকীকরণ বলে। লার্নার অবশ্য 'পশ্চিমিকরণ' এবং 'আধুনিকীকরণ' দুটি শব্দের যথার্থতা বিচার করেই 'আধুনিকীকরণ'কে স্বীকার করেছেন। যদিও শ্রীনিবাস নানা কারণে পশ্চিমিকরণ শব্দটিকেই বেশি পছন্দ করেন।

পশ্চিমিকরণ: একটি আলোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি

বহু সমাজতাত্ত্বিক এবং নৃতাত্ত্বিক পশ্চিমিকরণের ধারণাটি নিয়ে আলোচনা করেছেন। লার্নার মনে করেন যে, পশ্চিমিকরণ অনুপযুক্ত এবং সঙ্কুচিত ধারণা, কারণ— রুশোর সাম্যবাদ একটি শক্তিশালী আধুনিকীকরণের স্বরূপ। শ্রীনিবাসের পশ্চিমিকরণ হল ভারতের ওপর ব্রিটিশ প্রভাব, কিন্তু এটি খুবই সঙ্কুচিত। এর কারণ হল যে, স্বাধীনতা লাভর পরে ভারতের ওপর রুশ ও আমেরিকার প্রভাব স্পষ্টভাবে পড়েছে। ড. যোগেন্দ্র সিংহ বলেছেন যে ভারতে নতুন অভিজাত শ্রেণির বহুলোক এবং এশিয়ারও নতুন রাজ্যে পশ্চিমিকরণ একটি নিন্দাজনক ঘটনা। পূর্ববর্তী ঔপনিবেশিক শাসনের সঙ্গে এটি যুক্ত। তাই এটি অধিক মূল্যভার যুক্ত এবং এই কারণেই আধুনিকীকরণকে আমরা অধিক উত্তম বিকল্প হিসাবে মনে করি।

ড. যোগেন্দ্র সিংহের মতে, সংস্কৃতায়ণ এবং পশ্চিমিকরণ এমন এক ধারণা যাতে তথ্যগত নিশ্চয়তার অভাব আছে। কিন্তু সভ্যতার ওপর জোর প্রদানকারী ধারণা রূপে এর অনেকটাই উপযুক্ত। এই ধারণা সাংস্কৃতিক পরিবর্তনেরই বিশ্লেষিত রূপ, কিন্তু সামাজিক কাঠামোর পরিবর্তনের কোনও ব্যাখ্যা করে না। স্বয়ং শ্রীনিবাসও মনে করেন যে, সংস্কৃতায়ণ ও পশ্চিমিকরণের মাধ্যমে আধুনিক ভারতে সামাজিক পরিবর্তনের বর্ণনা সাংস্কৃতিক দিক থেকে করা যেতে পারে, গঠনগত দিক থেকে নয়।

পশ্চিমিকরণ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ ৫০ বছরে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম দুই দশকে ঘটে যাওয়া পরিবর্তনগুলি বুঝতে সাহায্য করে। এই ধারণাগুলি সামাজিক গঠনকে প্রভাবিত করে না। সুতরাং বর্তমানে ভারতীয় সমাজে সচল পরিবর্তন প্রক্রিয়াগুলির বিশ্লেষণে সাহায্য প্রদানকারী হিসাবে এই ধারণাকে উপযুক্ত বলে মনে করা হয়।